নিরপেক্ষ বিচারবাদ

র.আমিন

নিরপেক্ষ বিচারবাদ

- র.আমিন

প্রকাশকাল	: জানুয়ারি, ২০২১
প্রকাশক	: Amazon.com Inc., USA
পরিবেশক	: Amazon.com Inc., USA
প্রচ্ছদ	: আমিনুল ইসলাম
সত্ত্ব	: লেখক
শুভেচ্ছা মূল্য	: USD 10/-

Niropekkho Bicharbad by R.Amin
Published by Amazon.com Inc., USA in January, 2021
Price: USD 10 Only
ISBN # 9781727785456

প্রিয় সহোদর সকল ভাই-বোনদেরকে -

প্রাণ
প্লেটো-এর মত - ৬
অ্যারিস্টটল-এর মত - ৬
দেকার্ত -এর মত - ৬
হিউম -এর মত - ৬

বস্তু
ডাল্টন-এর পরমাণুবাদ - ১০
রাদারফোর্ড-এর পরমাণুবাদ - ১০
ল্যাভয়সিয়-এর অবনাশিতা সূত্র - ১০
নিউটন-এর গতিসূত্র - ১১
আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিক তত্ত্ব - ১১

সার্বজনীন প্রক্রিয়া
বস্তুর সাথে প্রাণের দ্বন্দ্ব-বিকাশ - ১৩
প্রাণের সাথে বস্তুর দ্বন্দ্ব-বিকাশ - ১৩
প্রাণের সাথে বস্তুর সমন্বয়-বিকাশ - ১৪
বস্তুর সাথে প্রাণের সমন্বয়-বিকাশ - ১৪
প্রাণের সাথে প্রাণের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-বিকাশ - ১৪
বস্তুর সাথে বস্তুর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়-বিকাশ - ১৪

প্রকৃতি
লাপ্লাস-এর যান্ত্রিক মতবাদ - ১৫
স্পেন্সার-এর যান্ত্রিক মতবাদ - ১৫
ল্যমার্ক-এর জৈবিক মতবাদ - ১৬
হকিন্স-এর মতবাদ - ১৬

স্রষ্টা

স্রষ্টার অস্তিত্ব
গৌতমবুদ্ধ-এর নিরেশ্বরবাদ - ১৯
ডারউইন-এর নিরেশ্বরবাদ - ২০
কার্লমার্ক্স-এর নিরেশ্বরবাদ - ২১
বস্তুবাদের সীমাবদ্ধতা - ২৩
হেগেল-এর অস্তিত্ববাদ - ২৫
কাণ্ট-এর অস্তিত্ববাদ - ২৫
বার্কলি-এর অস্তিত্ববাদ - ২৫

স্রষ্টার স্বরূপ
ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক ধর্মবাদ - ২৮
হিন্দু ধর্ম-এর আকার বহুঈশ্বরবাদ - ৪২
খ্রিষ্ট ধর্ম-এর আকার একেশ্বরবাদ - ৪২
ইসলাম ধর্ম-এর নিরাকার একেশ্বরবাদ - ৪২

স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য
স্রষ্টা একক - ৪৩
স্রষ্টা নিরাকার - ৪৩
স্রষ্টা সর্বশক্তিমান - ৪৩

স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব
প্লেটো-এর সার্বভৌমত্ব - ৪৪
রুশো-এর সার্বভৌমত্ব - ৪৪
কার্ল মার্কস-এর সার্বভৌমত্ব - ৪৪
সঠিক সার্বভৌমত্ব : স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব - ৪৪

সঠিক স্রষ্টা
ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ কি ভগবান ? - ৪৫
মসিহ যিশু কি ঈশ্বর ? - ৪৬
সঠিক স্রষ্টা ; একক-নিরাকার - ৪৭

প্রাণ

প্রাণ সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মতপোষন করেছেন :-

(১) প্লেটো-এর মত :-প্রাণের প্রকাশ তিন রকমের মৌলিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয়ে থাকে, এই তিনটি রূপ হলো- চিন্তা বা বুদ্ধি, ইচ্ছা ও অনুভূতি। প্রাণ সম্পূর্ণরূপে অজড় কিন্তু বস্তু জড়। দেহহীন অস্তিত্ব হচ্ছে-প্রাণের এমন এক আদর্শ ব্যবস্থা যাতে প্রাণ দেহের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে চিরকালের জন্য শাশ্বত পরম সত্তার মধ্যে বাস করতে পারে।

(২) অ্যারিষ্টেটাল-এর মত :-সবচেয়ে নিম্ন অবস্থার প্রাণ হচ্ছে উদ্ভিদাত্মা এবং আত্মতুষ্টি সাধন,বংশ বৃদ্ধিই ইহার কাজ। উদ্ভিদাত্মার পরের স্তরের প্রাণ হলো--সংবেদনশীল আত্মা। এই প্রাণের শক্তিগুলো হচ্ছে ইন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষ, কামনা ও স্থানীয় গতি। সর্বোচ্চ স্তরের প্রাণ হচ্ছে,মানুষের আত্মা-তা হলো- বুদ্ধিসজ্ঞাত আত্মা। বুদ্ধিই প্রাণের মূল উপাদান। বুদ্ধির দুটো দিক আছে-সক্রিয় ও নিস্ক্রিয়। সক্রিয় বুদ্ধির কোন বিনাশ নেই, অপরদিকে নিস্ক্রিয় বুদ্ধি দেহের বিনাসের সাথে সাথে বিনাসপ্রাপ্ত হয়। দেহ প্রাণের উপাদান এবং প্রাণ দেহের আকার।

(৩) দের্কাত-এর মত :-প্রাণ একটি আধ্যাত্মিক দ্রব্য, যা সন্দেহাতীত। আমরা সর্ববস্তুকে সন্দেহ করতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের মনের অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে পারি না। প্রাণ আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং চেতনা প্রাণের প্রধান ধর্ম। আর এই প্রাণ ও চেতনা অভিন্ন নয়, যদিও চেতনা ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

(৪) হিউম-এর মত : -যাকে আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার অস্তিত্বকে আমরা স্বীকার করতে পারি না। আমরা শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভূতি, ধারনা, আবেগ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। এই পরিবর্তনশীল মানসিক প্রক্রিয়া সমূহের সমষ্টিই প্রাণ।

জীব বিজ্ঞানীরা প্রাণের স্বরূপ খুজতে গিয়ে মানবদেহকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। জীব বিজ্ঞানীদের মতে, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জৈবিক ও মানসিক সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করে। প্রধানত: অস্থি ও পেশী দিয়ে গঠিত হয়েছে মানবদেহ। পেশী ও অস্থি অঙ্গ সঞ্চালনে সাহায্য করে মানুষের চলাফেরাতেও সাহায্য করে। পেশী ও অক্সিজেন ছাড়া মানব দেহ বাঁচতে পারে না, সেজন্য পাকস্থলী, যকৃত, ফুসফুস, বৃক্ক ও হৃদপিন্ড সাহায্য করে। পাকস্থলী ও যকৃত খাদ্য পরিপাক, ফুসফুস অক্সিজেন গ্রহন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। তাছাড়া, বৃক্ক রেচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। আর এভাবেই মানুষের জীবন অতিবাহিত হয়। জীব বিজ্ঞানীরা প্রাণের স্বরূপ নির্ধারণে আরো অনুসন্ধান করে দেখতে পান,-স্নায়ুতন্ত্র ও ক্রোমজম প্রাণের প্রধান কাজ সম্পাদন করে। মানবদেহের মানসিক ক্রিয়া যেমন অনুভূতি, চিন্তা, সংবেদন, আবেগ প্রভৃতি স্নায়ুতন্ত্র ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্রোমজমের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। তাই দার্শনিকেদের পূর্বের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা প্রাণের একক হিসাবে স্নায়ুতন্ত্র ও ক্রোমজমকে ধরে নেব।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, দার্শনিকদের মতামত এবং জীব বিজ্ঞানীদের জীবন সম্পর্কে ব্যাখার মাঝে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই বিদ্যমান। প্রাণ সম্পর্কে প্লেটো বললেন, অনূভুতি, চিন্তা ও ইচ্ছা- এই তিন রকমের মৌলিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাণের প্রকাশ হয়ে থাকে। এবারে আমরা সত্যতা অনুসন্ধান সাপেক্ষে যুক্তি উপস্থাপিত করব-প্লেটোর এই মতামত আমরা জীব বিজ্ঞানীদের প্রাণের স্বরূপ হিসাবে স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাই। কারন স্নায়ুতন্ত্র আমাদের সকল ধরনের অনূভূতির ও চিন্তা বহন করে।
আবার প্লেটো প্রাণ ও দেহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করলেন। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্র দেহের অর্ন্তভূক্ত, সেক্ষেত্রে আমরা একটি যুক্তি খুঁজে পাই। স্নায়ুতন্ত্র দেহ তথা বস্তু হলেও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকলাপ তথা অনুভূতি, চিন্তা, সংবেদন বস্তু নয় বা সেগুলো দেহের অর্ন্তভূক্ত নয়। এ যুক্তিতে আমরা স্নায়ুতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের কাজকে এক করতে পারি না, প্রথমটি হলো দেহের অর্ন্তভূক্ত বা বস্তু এবং দ্বিতীয়টি হলো প্রাণের অর্ন্তভূক্ত বা বস্তু নয়।

অ্যারিষ্টোটালের মতামত প্লেটোর মতামতের অপর পিঠ। অ্যারিষ্টোটাল বুদ্ধিকেই প্রাণের মূল উপাদান বলেছেন, যা জীববিজ্ঞানে স্নায়ুতন্ত্রের অবস্তগত ঘটনা। দেকার্ত প্রাণের অস্তিত্ব বলতে চেতনাকে বুঝিয়েছেন। এমনিভাবে হিউম প্রাণের স্বরূপ বলতে মূলত: মানসিক ক্রিয়াগুলোকেই বুঝিয়েছেন, যা একমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের কাজ। দার্শনিকেরা চিন্তা করতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন, যা সত্য হতেও পারে নাও হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সত্যতা খুঁজে বের করেন, তাই বিজ্ঞানীদের মতামত অধিক যুক্তিপূর্ণ ও সত্য। প্রাণের স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে দার্শনিক ও বিজ্ঞানিরা একই স্থানে এসে দাড়িয়েছেন। দার্শনিকদের প্রাণ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে স্নায়ুতন্ত্রেকে কাজ। তাহলে আমরা স্নায়ুতন্ত্রকে প্রাণের স্বরূপ হিসাবে ধরে নিতে পারি। কিন্তু স্নায়ুন্ত্রেকে আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করে জীববিজ্ঞানীরা স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও আকার নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আমাদের দেহের স্নায়ুতন্ত্র ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ নিয়ে গঠিত। যে কোষ আরো ক্ষুদ্র অংশ যেমন- প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস নিয়ে গঠিত। এই কোষগুলি জীবিত থাকলেই দেহ জীবিত থাকে। কোষগুলি আমাদের খাদ্যের উৎপাদিত শক্তি, অক্সিজেন, প্রভৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। কোষের নিউক্লিয়াস ক্রোমোজেমের মাধ্যমে আমাদের চরিত্র বহন করে।

এসব যুক্তির দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্নায়ুতন্ত্র মূলত: প্রাণের স্বরূপ হলেও কোষই সবকিছুর মূল ও প্রানকেন্দ্র। কোষের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনে আমরা এটিও দেখতে পেলাম যে, কোষ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। তাহলে কোষ বস্তুর পর্যায়ে পড়ে বা প্রাণের স্বরূপ নয়, এক্ষেত্রে আমরা পূর্বের বিষয়ে ফিরে গেলাম। আমরা পূর্বে স্নায়ুতন্ত্রকে বস্তুর পর্যায়ে ফেলেছি কিন্তু স্নায়ুর কাজকে অবস্তু বা প্রাণের পর্যায়ে ফেলি, এক্ষেত্রেও তেমনি কোষকে বস্তুর পর্যায়ে আনা যায় এবং কোষের কার্যাবলী বা ধর্মকে অবস্তু বা প্রাণের পর্যায়ে আনা যায়।

এসব আলোচনায় আমরা একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কতগুলো বস্তু আছে যাদের ধর্ম সাধারণ বস্তুর মত নয়, - ঐ বস্তু হবে বিশেষ বস্তু বা প্রাণ। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বে দু-ধরণের বস্তু আছে -

(ক) সাধারণ বস্তু- যার ধর্ম সাধারণ

(খ) বিশেষ বস্তু- যার ধর্ম বিশেষ এবং যেটা প্রাণের স্বরূপ।

এই সাধারণ বস্তু ও বিশেষ বস্তু এক বা অভিন্ন নয়। এদের মধ্যে মৌলিক ও গুনগত পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারন বস্তু বিশেষ বস্তুর আবির্ভাবের জন্য একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু কোন বিশেষ বস্তু বা প্রাণ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাণের আত্মসংরক্ষন, আত্মনিয়ন্ত্রন,

আত্মপুনরুৎপাদন প্রভৃতি ধরনের এমন কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, যা সাধারণ বস্তুর মধ্যে নেই। তাছাড়া বিশেষ বস্তু স্বাধীনভাবে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বারা আরো বিশেষ বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সাধারণ বস্তু তা পারে না। এই বিশেষ বস্তুকে প্রান হিসাবে এবং সাধারণ বস্তুকে জড় হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। জীবিত এবং মৃত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করলে আমরা প্রাণের স্বরূপ আরো সুন্দর বুঝতে পারি। যেমন জীবিত মানুষের মধ্যে বস্তুগত ও অবস্তুগত বা প্রাণ বিষয়ক উভয় কারন বিদ্যমান। অপরপক্ষে মৃত মানুষের নিকট শুধুমাত্র বস্তুগত কারন নিহিত।

অর্থাৎ, জীবিত মানুষ = বস্তুগত + অবস্তুগত বা প্রাণ বিষয়ক কারণ
মৃত মানুষ = বস্তুগত কারণ।
তেমনিভাবে ঘুমন্ত মানুষ ও জাগ্রত মানুষের মধ্যেও পার্থক্য করা যায়।

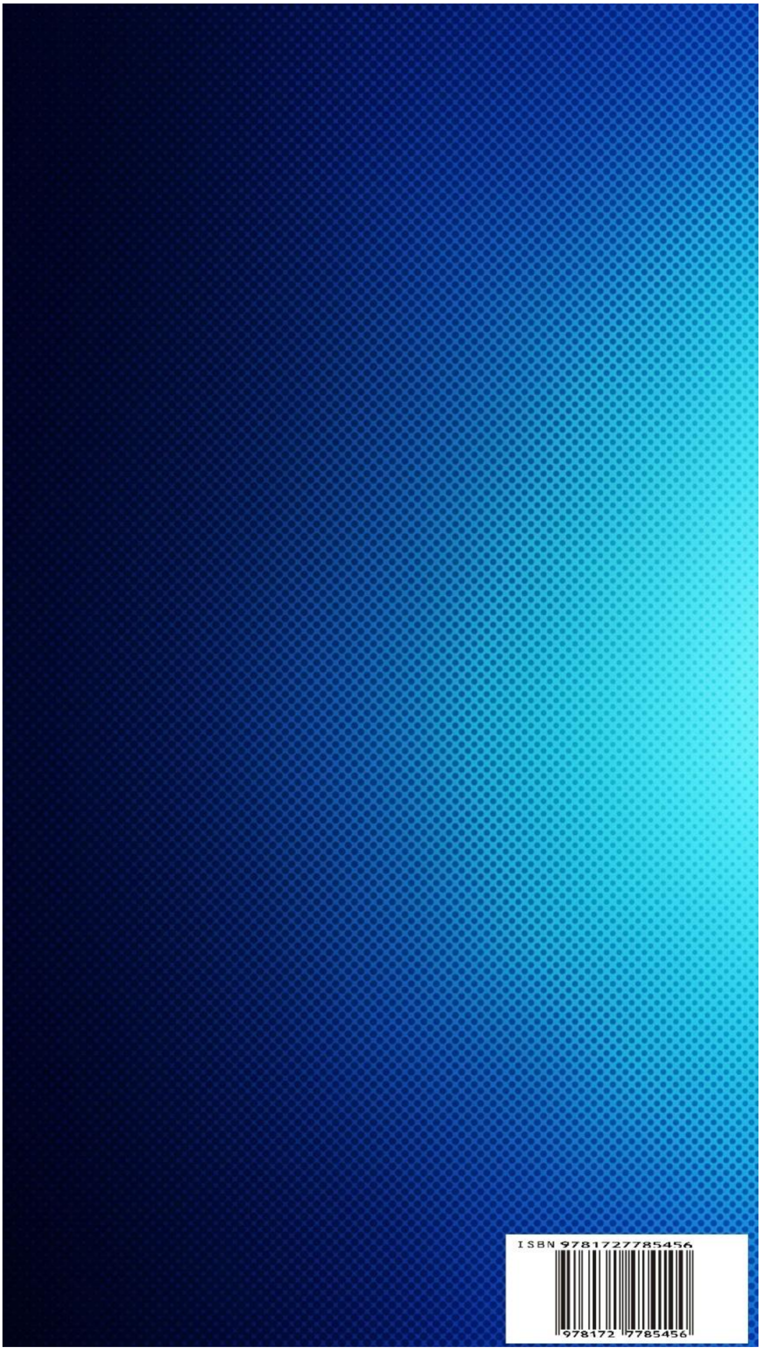
ISBN 9781727785456